লক্ষ্মী শ্রীনিবাসা সমবায় বিল্ডিং সোসাইটি

বনাম

পুভবাদ রাম (মৃত) আইনি প্রতিনিধির দ্বারা এবং অন্যান্যরা

(২০০৮ সালের দেউয়ানি আপিল নং ৬৬২০)

জুলাই ৩১, ২০১৮

[দীপক মিশ্রা, প্রধান বিচারপতি, এ. এম. খানউইলকার এবং ড. ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়, বিচারপতিদ্বয়]

নির্দিষ্ট কার্যকরী বাস্তবায়নঃ জমির বিক্রয় চুক্তি –জমির বিক্রয় চুক্তির নির্দিষ্ট কার্যকরী বাস্তবায়নের জন্য মামলা – বাস্তব পরিস্থিতিতে, আবেদনকারী-সমিতি কর্তৃক জমির বিক্রয় চুক্তির নির্দিষ্ট কার্যকরী বাস্তবায়নের জন্য দায়েরকৃত মামলা – নিম্ন আদালতসমূহ কর্তৃক খারিজ, কারণ আবেদনকারী চুক্তিপত্রের কার্যকরী সাপেক্ষে স্বাক্ষর প্রমাণ করতে ব্যর্থ, সংশ্লিষ্ট চুক্তি অনুসারে জামানত অর্থ প্রদান প্রমাণ করতে ব্যর্থ এবং মামলার সম্পত্তিতে দখলহস্তান্তর প্রমাণ করতে ব্যর্থ। – আপিলে, রায়ঃ চুক্তিপত্রের কার্যকরী সাপেক্ষে স্বাক্ষর প্রমাণ করা হয়নি – যেখানে যে চুক্তিগুলোর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কার্যকরী বাস্তবায়ন চাওয়া হয়েছে, সেসব চুক্তির কার্যকরী সাপেক্ষে স্বাক্ষর প্রমাণ ছাড়া আবেদনকারীকে প্রতিকার গ্রহণের অনুমতি দেওয়া যাবে না – পক্ষগুলোর মধ্যে কার্যকর একটি বৈধ চুক্তির অনুপস্থিতি ছিল – উক্ত কোনো চুক্তিই নিবন্ধিত দলিল ছিল না – প্রাথমিক অভিযোগিত চুক্তিতে পক্ষ হিসেবে থাকা বিক্রেতারা কোনো 'রিলিকশন ডিড' (স্বত্ব হস্তান্তর দলিল) স্বাক্ষর করেনি – তদুপরি, আবেদনকারী দখলের বিষয়টি প্রমাণ করতে ব্যর্থ – এ বিবেচনায়, আবেদনকারীকে কোনো প্রতিকার প্রদান করা যাবে না – যেখানে আবেদনকারী মামলার চুক্তি অনুসারে প্রদত্ত জামানত অর্থ ফেরতের জন্য আবেদন করেছেন, সাধারণত তা বিবেচনা করা যেতেও পারে, তবে বর্তমান মামলার বিশেষ পরিস্থিতিতে তা গ্রহণ করা সম্ভব নাও হতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানঃ অনুচ্ছেদ ১৩৬ – এনির্বাহী-ক্ষমতা ব্যবহারের অধীনে – নিম্ন আদালতসমূহ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একযোগে বাস্তবতা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে – রায়ঃ শুধু এ কারণে যে দুই আদালত নির্দিষ্ট বিষয়ে একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, তা নিজে-ই এই আদালতের অনুচ্ছেদ ১৩৬-এর অধীনে ক্ষমতা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না।

আপিল খারিজ করে আদালত

আদেশ হয়েছে: ১. এটি বোধগম্য নয় যে, উচ্চ আদালত কীভাবে বিচারবিভাগ ছাড়াই প্রথম আপিল নিষ্পত্তি করার মাধ্যমে যে আদেশ জারি করেছে, তা কোনো মানদণ্ডে উত্তরদাতার পক্ষে নিষ্পত্তি বা ন্যায়বিচারের বিষয়ে বিকৃত ফলাফল বলে বিবেচিত হতে পারে—না চূড়ান্ত রায়ের ক্ষেত্রে, না নিকটতম আদালত মামলাটি খারিজ করার সময় প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে। ফলস্বরূপ, দেউয়ানি আপিল নং ৬৬২৫ এর ২০০৮ সম্পূর্ণভাবে অসার এবং তা বজায় রাখা যায় না।

২.১) দেউয়ানি আপিল নং ৬৬২০ এর ২০০৮-এ উচ্চ আদালত নিকটতম আদালতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রদত্ত সত্যাসত্য এবং সিদ্ধান্তসমূহ আপিলকারী/বাদীর বিরুদ্ধে বহাল রেখেছে। সেই অর্থে, বিষয়ক আপিল দুটি আদালতের আপিলকারী/বাদীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত সহাবস্থান সত্যাসত্যের ওপর প্রশ্ন তোলে। দুটি আদালত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেই, সেটি নিজেই এই আদালতকে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৬-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা দেবে না।

২.২) নিম্ন আদালতসমূহ আপিলকারী/বাদীর বিরুদ্ধে যে অনুকূলবিরোধী সিদ্ধান্তসমূহ প্রদান করেছে, তা অবিকারের হওয়া বাস্তবতাকেই ভিত্তি করে—যেমন: মামলা সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের সাক্ষ্যদানকারী ও লিখনকারকে কোনোভাবে পরীক্ষামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি, যাতে তারা আসল সম্পত্তি-স্বত্তাধিকারী কর্তৃক চুক্তি কার্যকর হয়েছে বলে প্রমাণ করতে পারে; এই ব্যর্থতার কোনো ব্যাখ্যা বা ন্যায্যতা উপস্থাপন করা হয়নি। মামলার চুক্তিপত্রসমূহ নিবন্ধিত নয়। উত্তরদাতারা দাবি করেছে তারা কোনো এ ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর করেনি। আপিলকারী/বাদী কোনো লেখাধারক বিশেষজ্ঞকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে উপস্থিত না করে উত্তরদাতাদের সম্মুখীন করে প্রমাণ-দায়িত্ব পালন করার কোনো চেষ্টা করেনি। আপিলকারী/বাদী কোনো দলিল উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয় যা প্রমাণ করে যে, তার পক্ষে প্রাথমিক অভিযোগিত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সেই নয়জন সদস্য তাদের অধিকারের পরিত্যাগ করে আপিলকারী/বাদীর পক্ষে দখল হস্তান্তর করেছে। সম্পত্তির সহ-মালিক (পঞ্চম উত্তরদাতা) চুক্তিতে কোনো পক্ষ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এবং এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের জন্য তার কর্তৃত্বও উপস্থাপন করা হয়নি। যাদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, অন্য দুই ক্রেতাকেও কোনো শুনানিতে পরীক্ষামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। মামলার চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের সময় বাড়ির মালিকদের দায়িত্বিতে প্রদত্ত জামানত অর্থ প্রদান বা অন্য কোনো অর্থ প্রদান সম্পর্কে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়নি।

আপিলকারী/বাদী কোনো এমন দলিল দাখিল করেনি যা প্রমাণ করে যে মামলার চুক্তি অনুসারে প্রদেয় অর্থ হিসেবে চেক নগদায়িত করে উত্তরদাতা নং ৪ তা গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিক মামলা চুক্তিতে চুক্তিবিক্রেতা বা ক্রেতা উভয়ের কোনো অনুমোদন চিহ্ন (এনডোর্সমেন্ট) করা হয়নি, দ্বিতীয় মামলা চুক্তি কার্যকর করার আগে বা পরে কেউ কোনো স্বাক্ষ্যে স্বাক্ষর দেননি। মামলার চুক্তি কার্যকর হয়েছিল—এটি প্রমাণ করার জন্য পিডব্লিউ-১-এর একমাত্র সাক্ষ্য যথেষ্ট ছিল না। পিডব্লিউ-১ এবং উত্তরদাতা নং ১–৪-এর মধ্যে চুক্তির আগে বিক্রয় লেনদেন সম্পর্কে কোনো সমঝোতা বা বাণিজ্য ছিল—এটি প্রমাণ করার জন্য কোনো সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়নি। মামলার চুক্তিতে কোনো উল্লেখ নেই যে, উত্তরদাতা নং ১–৪-র সাথে উত্তরদাতা নং ৫-ও সম্পত্তি বিক্রি করতে সম্মত হয়েছেন এবং আপিলকারী/বাদীর পক্ষে বিক্রয় দলিল সম্পাদন করতে রাজি হয়েছেন। উত্তরদাতা নং ৫-এর কোনো স্বাক্ষর মামলার চুক্তিতে নেই এবং তাঁর কোনো উল্লেখও নেই যে তিনি উত্তরদাতা নং ১–৪-র সাথে ঐ সম্পত্তি বিক্রয়ে যোগদানের জন্য সম্মত হয়েছেন। মামলার চুক্তিগুলি শুধুমাত্র প্রথম উত্তরদাতা দ্বারা কার্যকর করা হয়েছে, সমস্ত সহ-মালিকের দ্বারা নয়। নিকটতম আদালত স্বীকার করেনি যে উত্তরদাতা নং ১ মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন; কিন্তু উচ্চ আদালত প্রাসঙ্গিক প্রমাণ বিশ্লেষণ করে সেই বিষয়ে প্রদত্ত প্রমাণ যথেষ্ট বলে গ্রহণ করেছিল।

২.৩) নিকটতম আদালত নথিভুক্তে থাকা প্রমাণসমূহের ব্যাপক বিশ্লেষণ করেছে—মামলা চুক্তি কার্যকরকরণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রেক্ষাপটে—এবং আপিলকারী/বাদীর বিপক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। সেই নিকটতম আদালতের সিদ্ধান্ত উচ্চ আদালতেও সমর্থিত হয়েছে। নিকটতম আদালত যে মত দিয়েছে, তা অবশ্যই সম্ভাব্য একটি মত, এবং যেভাবে নিকটতম আদালতসমূহের আপিলকারীর বিপক্ষে নথিভুক্তকৃত তথ্যসমূহ নথিভুক্ত করা হয়েছে, তা নথিভুক্তের প্রমাণের প্রেক্ষিতে স্পষ্টতই অযৌক্তিক বা অন্যায় বলে বলা যাবে না।

২.৪) আপিলকারী/বাদী যে মামলায় নির্দিষ্ট কার্যকরী বাস্তবায়নের প্রতিকার চেয়েছেন, ঐ চুক্তিগুলির কার্যকরকরণের প্রমাণ ছাড়া আর কোনো প্রতিকার গ্রহণের অনুমতি দেওয়া যাবে না। আপিলকারী/বাদী কোনো বৈধ ও অব্যাহত চুক্তি ছাড়া যে প্রতিকার চেয়েছেন, তা কোনোভাবেই পাওয়ার যোগ্য নয়। উল্লেখযোগ্য যে, উল্লিখিত কোনো চুক্তিই নিবন্ধিত দলিল নয়।

নয়জন ক্রেতা, যারা প্রাথমিক অভিযোগিত চুক্তির পক্ষ ছিল, তারাও কোনো 'স্বত্ব-পরিত্যাগ' দলিল কার্যকর করেনি। সে বিষয়ে কোনো অনুমোদন চিহ্নও পাওয়া যায়নি। যদি তাই হয়, তাহলে দ্বিতীয় চুক্তি তার নিজের মাপকাঠিতে টিকে থাকবে বা বিফল হবে। তবে দ্বিতীয় মামলা চুক্তি আপিলকারী/বাদীর পক্ষে কার্যকর করার আগে, ২২ নবেম্বর, ১৯৭৯ তারিখের চুক্তি অনুযায়ী মামলার সম্পত্তি উত্তরপ্রদেশের ৬ নম্বর পক্ষ (মূলউত্তরদাতা নং ৬)-এর পক্ষে হস্তান্তর করা হয়। উচ্চ আদালতের নিকটবর্তী কার্যক্রমের সময়, মামলা সম্পত্তির বিষয়ে একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল মালিকদের পক্ষ থেকে উত্তরপ্রদেশের ৬ নম্বর পক্ষ (উত্তরদাতা নং ৬)-এর পক্ষে কার্যকর করা হয়। ঐ নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের ফলে, মূল উত্তরদাতা নং ৬-এর উত্তরসুরিরা ও আইনি অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি মামলার সম্পত্তির মালিক এবং দখলকারী হয়েছে বলে দাবি করেন।

২.৫) দখলের বিষয়টি সম্পর্কে, নিকটতম আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, আপিলকারী তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ। নিকটতম আদালতের যে মনোভাব ছিল যে, আপিলকারী দখলের বিষয়টি প্রমাণ করতে ব্যর্থ, তা উচ্চ আদালতেও বহাল রাখা হয়েছে। নথিভুক্তের প্রমাণের প্রেক্ষিতে ঐ সিদ্ধান্ত স্বতস্ফূর্তভাবে অযৌক্তিক বা অন্যায় নয়, তাই তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

২.৬) নিম্ন আদালতসমূহ দু'টি উপসংহারে পৌঁছেছে যে, আপিলকারী/বাদী দায়েরকৃত মামলা খারিজ করা উচিত—এই সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হল। বিতর্কিত পর্যায়ে, আপিলকারী বুদ্ধবৃত্তি দিয়েছে যে, যদি আদালত নির্দিষ্ট কার্যকরী বাস্তবায়নের আবেদন মঞ্জুর করতে অনিচ্ছুক হয়, তবে এই আদালত উত্তরদায়ীদের নির্দেশ দিতে পারে যে, মামলার চুক্তি অনুসারে প্রদেয় জামানত অর্থ আপিলকারীকে ফেরত দিতে। সাধারণত এমন আবেদন বিবেচনা করা যেতেও পারে, তবে এই বিশেষ মামলার পরিস্থিতিতে তা গ্রহণ সম্ভব নাও হতে পারে, কারণ (ক) আপিলকারী/বাদী নিকটতম আদালতেআবেদনপত্রে কোনো স্পষ্ট আবেদন করেনি, এবং (খ) ঐ আবেদন মেনে নিলে নিকটতম আদালত এবং উচ্চ আদালত ও এই আদালতের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে—যা ছিল যে আপিলকারী মামলার সম্পত্তির মালিকদের কাছে জামানত অর্থ প্রদান করার বিষয়টি প্রমাণ করতে ব্যর্থ। অতএব, আপিলকারীকে কোনো প্রতিকার দেওয়া যাবে না।

শ্রীমতী, ইন্দিরা কৌর ও অন্যান্যরা বনাম শেও লাল কাপুর (১৯৮৮) ২ এস. সি. সি ৪৮৮-উল্লেখ করা হয়েছে।

কেস আইন রেফারেন্স

(1988) 2 SCC 488 অনুচ্ছেদ 13 উল্লেখ করা হয়েছে

দেওয়ানী আপিল এক্তিয়ারঃ দেউয়ানি আপিল নং ২০০৮ সালের ৬৬২০ ।

১৯৯৭-এর এ.এস. নং ১৪৯২-এ হায়দ্রাবাদে অবস্থিত অন্ধ্র প্রদেশ উচ্চ আদালতের কর্তৃক ১৩.০৩.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সাথে

২০০৮ সালের দেউয়ানি আপিল নং ৬৬২৫।

মোহন পরাসরান, এম.এন. রাও, প্রবীণ আইনজীবীগণ, জি.ভি.আর. চৌধুরি, কে. শিবরাজ চৌধুরী, এ. চন্দ্র শেখার, সঞ্জয় ঝা, সি. বলাকৃষ্ণ, এম. এ. চিনসামি, সুশ্রী সি. রূবাভাথী, উপস্থিত পক্ষসমূহের পক্ষে আইনজীবী।

'আদালতের রায়টি প্রদান করা হয়েছিল

এ. এম. খানউইলকার, বিচারপতি- ১; এই আপিলগুলো দুটি পৃথক মামলা থেকেই উদ্ভূত, যেগুলো জমির বিক্রয় চুক্তির নির্দিষ্ট কার্যকরী বাস্তবায়নের জন্য দাখিল করা হয়েছিল। উক্ত জমির পরিমাপ ছিল ৭ একর ৮৬ সেন্ট (৩.১৮ হেক্টর), যা সার্ভে নম্বর ৫৯/২-এ অবস্থিত কুন্ডাভারি খাণ্ড্রিকা গ্রামে, বিজয়ওয়াদা সাব-রেজিস্ট্রি-র অন্তর্গত।

২) মূল উত্তরদাতা নং ৬, অর্থাৎ আল্লু আপ্পালানারায়ণ, অধস্তন বিচারক, বিজয়ওয়াদার আদালতে আমার বিচার হয়েছিল মামলাটি (মূল মামলা নং ৯৯/১৯৮১) নির্দিষ্ট কার্যকরী বাস্তবায়নের জন্য, যেখানে ২২শে নভেম্বর, ১৯৭৯ তারিখে পুভ্বাদা চন্দ্রশেখর রাও ও পুভ্বাদা শিবপ্রসাদ কর্তৃক তাঁর পক্ষে সম্পাদিত চুক্তি বিশেষ কার্যকর করার আবেদন করা হয়েছিল। নিকটতম আদালত ২০ অক্টোবর, ১৯৯৭ তারিখে মামলাটি খারিজ করেছিল। এই পদক্ষেপ থেকেই দেউয়ানি আপিল নং ৬৬২৫ অব ২০০৮ উদ্ভূত।

৩) আবেদনকারী সমিতিটিও (এই আদালতে উভয় আপিলের আবেদনকারী) একই জমির বিষয়ে ১৬ অক্টোবর, ১৯৮১ তারিখের বিক্রয় চুক্তিকে পূর্ববর্তী ৩০ জুন, ১৯৭৭ চুক্তির সঙ্গে মিলিয়ে তার নির্দিষ্ট কার্যকরী বাস্তবায়নের জন্য একটি মামলা দায়ের করেছিল। বিজয়ওয়াদা অধস্তন বিচারকের কাছে দায়েরকৃত ওই মামলা (মামলা নং ৩৫১ এর ১৯৮২) নিকটতম আদালত ২০ অক্টোবর, ১৯৯৭ তারিখের সমমাফিক রায় দ্বারা খারিজ করেছিল। উক্ত প্রক্রিয়া থেকে দেউয়ানি আপিল নং ৬৬২০ অব ২০০৮ উদ্ভূত।

৪) আসল উত্তরদাতা নং ৬-এর আইনগত উত্তরসূরি ও অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরা হায়দ্রাবাদে অবস্থিত আন্ধ্র প্রদেশ উচ্চ আদালতে প্রথম আপিল নং ১৪২৬ অব ১৯৯৭ দাখিল করেন, যা ছিল ও.এস. নং ৯৯/১৯৮১-এর অবমাননার বিরুদ্ধে। তদ্রূপ, আবেদনকারী সমিতি হায়দ্রাবাদে অবস্থিত আন্ধ্র প্রদেশ উচ্চ আদালতে প্রথম আপিল নং ১৪৯২/১৯৯৭ দায়ের করেন, যা ছিল ও.এস. নং ৩৫১/১৯৮২-এর অবমাননার বিরুদ্ধে।

৫) আল্লু আপ্পালানারায়ণ-এর উত্তরসূরি ও আইনগত প্রতিনিধিরা দাখিলকৃত আপিলটি ০৯.০৩.২০০৬ তারিখে নিষ্পত্তি করেছিল, কারণ ওই আপিলের পক্ষের আইনজীবীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে, উত্তরদাতা নং ১ ও ২, যথাক্রমে পুভ্বাদা চন্দ্রশেখর রাও এবং পুভ্বাদা শিবপ্রসাদ, ইতিমধ্যে মামলার সম্পত্তিতে নিজের পক্ষে বিক্রয় দলিল কার্যকর করেছেন। অতএব, চলমান আপিলের জন্য আর কোনো আদেশের প্রয়োজন নেই। এই নিম্নোক্ত ভিত্তিতে উচ্চআদালত ওই আপিলটি নিষ্পত্তি করে। উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, যেমন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দেউয়ানি আপিল নং ৬৬২৫ এর ২০০৮ আবেদনকারী সমিতি দ্বারা দায়ের করা হয়েছে। প্রশ্ন তোলে, এই আপিল—যা উচ্চ আদালতের ০৯.০৩.২০০৬ তারিখের প্রথম আপিল নং ১৪২৬/১৯৯৭-এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাখিল করা হয়েছে—কে কি সামনে এগিয়ে নেওয়া যাবে? আমরা এ বিষয়ে পরে কিছুটা বিশদ বিবৃতি দেব।

৬) প্রকৃত বিবাদ, যেটি মোকাবেলা করা উচিৎ, তা হল আবেদনকারী সমিতি কর্তৃক দায়েরকৃত ও.এস. নং ৩৫১/১৯৮২, যা ১৬.১০.১৯৮১ তারিখের বিক্রয় চুক্তির (যা পূর্ববর্তী ৩০.০৬.১৯৭৭ তারিখের চুক্তির সাথে মিলিয়ে) নির্দিষ্ট কার্যকর বাস্তবায়নের আবেদন করে, যেখানে উত্তরদাতা নং ১–৫ (যারা মামলার সম্পত্তির মালিক এবং যারা দেউয়ানি আপিল নং ৬৬২০/২০০৮-এর প্রত্যুত্তরদাতা নং ১–৫) তাদের নিকট এ আদেশ চাওয়া হয়েছিল যে, যখন নিবন্ধনকালে বাকি বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করবেন, তখন নিবন্ধনের পক্ষে আবেদনকারী সমিতির অনুকূলে একটি যথাযথ বিক্রয় দলিল নিবন্ধন করবেন; অথবা বিকল্প হিসেবে, আদালত যেন তাদের ব্যয়ে উক্ত বিক্রয় দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করে দেন; এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করে ৬ষ্ঠ উত্তরদাতাকে (প্রত্যুত্তরদাতা নং ৬ক থেকে ৬গ — আইনগত উত্তরসূরি) মামলার সম্পত্তিতে বা আবেদনকারী সমিতির দখল ও উপভোগে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতে বাধা দেয়া হোক। উত্তরদাতারা উক্ত মামলা প্রতিহত করে দাবি করেন যে, তারা ৩০.০৬.১৯৭৭ এবং ১৬.১০.১৯৮১ তারিখের মামলার চুক্তি কোনোভাবেই স্বাক্ষর করেনি।

৭) আবেদনের অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে, নিকটতম আদালত প্রাসঙ্গিক বিষয় নির্ধারণ করে এবং আবেদনকারী/বাদীর উপস্থাপিত মৌখিক ও দলিলগত প্রমাণ পর্যালোচনা করে প্রধান বিষয়সমূহে আবেদনকারী/বাদীর বিপক্ষে সিদ্ধান্ত দেয়। নিকটতম আদালত মত দেয় যে, আবেদনকারী/বাদী মামলার চুক্তি কার্যকর হয়েছে—এটি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অনুরূপভাবে, আবেদনকারী/বাদী প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, মামলার চুক্তি কার্যকর করার সময় বা অন্য কোনো সময় জমির মালিকদের কাছে জামানত অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

এমনকি দখলের বিষয়টিও, যা আপিলকারী/বাদী দাবি করেছিল, তা সম্পর্কে নিকটতম আদালত মত দিয়েছিল যে, ৩০শে জুন, ১৯৭৭ তারিখের মামলার চুক্তি কার্যকর করার পরে মালিকদের পক্ষ থেকে মামলার সম্পত্তি আপিলকারী/বাদীর নিকট হস্তান্তরের প্রমাণ আপিলকারী/বাদী প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে। নিকটতম আদালত আরো মত দিয়েছিল যে, দাবি করা মামলার চুক্তিগুলি 'নগর ভূমি সীমা আইন'-এ সংযোজিত নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর হতে পারে না এবং সেই কারণেই সেগুলি বৈধও নয়। প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোতে আপিলকারী/বাদীর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদান করার পর, আপিলকারী দায়ের করা ও.এস. নং ৩৫১/১৯৮২-এর মামলাটি সর্বশেষ কাঁচুলে খরচে খারিজ করা হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিলকারী হায়দ্রাবাদে অবস্থিত আন্ধ্র প্রদেশ উচ্চ আদালতে এ.এস. নং ১৪৯২/১৯৯৭ দায়ের করেন। উচ্চ আদালত নিকটতম আদালতের আপিলকারী/বাদীর বিপক্ষে প্রদত্ত সত্যাসত্য সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। সেই অর্থে, উভয় আদালত একযোগে মত দিয়েছে যে, আপিলকারী/বাদী ৩০শে জুন, ১৯৭৭ এবং ১৬ই অক্টোবর, ১৯৮১ তারিখের মামলার চুক্তিগুলি কার্যকর হয়েছে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই চুক্তি অনুসারে জামানত অর্থ প্রদান ও সম্পত্তি দখল নেয়ার বিষয়টিও প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যথা দাবি করা হয়েছিল। একই সময়ে, উচ্চ আদালত নিকটতম আদালত যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল যে, উত্তরদাতা নং ১ মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন, তা থেকে বিচ্যুত হয়। উচ্চ আদালত পর্যাপ্ত প্রমাণ পেয়ে উত্তরদাতা নং ১-এর ওই যুক্তি গ্রহণ করেছে। অতএব, উচ্চ আদালত আপিলকারী সমিতি দাখিলকৃত আপিলটি খারিজ করে দিয়েছে এবং নিকটতম আদালতের মামলাটির খারিজের আদেশ নিশ্চিত করেছে।

৮) আপিলকারী তার মামলা ও উচ্চ আদালতের আপিলের খারিজের রায়কে বিরোধিতা করে বিশেষ স্বীকারোক্তি পেতে (দেউয়ানি) নং ১৬৬৬১ অব ২০০৬ দায়ের করেছেন, যা পরবর্তীতে দেউয়ানি আপিল নং ৬৬২০ এর ২০০৮-এ রূপান্তরিত হয়েছে। বিরোধিতার মূল দিকটি হল, নিকটতম আদালত ও উচ্চ আদালত উভয়ে নথিভুক্তের প্রমাণ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে বারংবার গুরুতর ভুল করেছেন—মামলার চুক্তি কার্যকর করা, চুক্তি কার্যকর করার সময় মালিকদের কাছে জামানত অর্থ প্রদান, এবং আপিলকারী/বাদী মামলার সম্পত্তিতে দখল হয়েছে কিনা—এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে। এতে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, মালিকদের পক্ষে জমি ব্যবহার পরিবর্তন করার জন্য এবং জমি আপিলকারী সমিতির অনুকূলে হস্তান্তরের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি আদায়ে আপিলকারী যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে।

উক্ত পরিস্থিতিগুলো আপিলকারী/বাদীর পক্ষে মামলার চুক্তিপত্র কার্যকরণকে আরও সমর্থন করবে। আপিলকারী উচ্চ আদালতের উত্তরদাতা নং ১-এর মানসিক অবসন্নতা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকেও বিরোধিতা করেছে। দাবি করা হয় যে, উত্তরদাতা নং ১কে পরীক্ষায় না নেওয়ার কারণে ভারতীয় প্রমাণ আইন, ১৮৭২-এর ধারা ১১৪ অনুযায়ী বিরূপ অনুমান আনা উচিত ছিল। আপিলকারী আরো যুক্তি দেবে যে, সে সবসময় চুক্তির কর্তব্য পালনে প্রস্তুত ছিল এবং এ কারণে আদালত আপিলকারী/বাদীর দায়েরকৃত মামলায় রায় দিতে পারত। যুক্তি দেয়া হচ্ছে যে, আপিলকারী সমিতি মামলার চুক্তিপত্রের উপর নির্ভর করে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে এবং মামলার সম্পত্তিতে যথেষ্ট বিনিয়োগ করেছে, কারণ তাকে তাতে দখল দেওয়া হয়েছিল। ন্যায়নৈতিক দিকগুলো আপিলকারীর পক্ষে—এই কারণেই আদালত নির্দিষ্ট কার্যকরণের রায় প্রদানে অনুকূলভাবে সামনে আসা উচিত ছিল, যেমন অনুগ্রহ করে প্রার্থনা করা হয়েছে।

৯) অন্যদিকে, উত্তরদাতা রাষ্ট্র করে যে, আদালত দুটি আদালতের আপিলকারী/বাদীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সত্যাসত্য সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক হওয়া উচিত। উল্লেখযোগ্য যে, উভয় আদালতই রায় দিয়েছে যে, আপিলকারী মামলার চুক্তিপত্র কার্যকরণ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, নির্দিষ্ট কার্যকরণে আরও এক কোনো বিষয় বিবেচনা করা অনর্থক হবে। পাশাপাশি, উভয় আদালতই রায় দিয়েছে যে,নগর জমির সর্বোচ্চ সীমা আইন অনুসারে মামলার চুক্তিপত্র কার্যকর করার সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ছিল। উত্তরদাতা জানান যে, নিকটতম আদালত যথাযথভাবে আপিলকারী/বাদীর মামলাটি খারিজ করেছে এবং একই কারণে, উচ্চ আদালতও আপিলকারী দাখিলকৃত প্রথম আপিলটি খারিজ করতে ন্যায্য ছিল। ফলে, একযোগে প্রদত্ত উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত বর্তমান আপিলও খারিজ করা উচিত।

১০) সহায়ক দেউয়ানি আপিল নং ৬৬২৫ এর ২০০৮-এর বিষয়ে দাবি করা হয় যে, এটি সম্পূর্ণতই অযৌক্তিক, কারণ এটি উদ্ভূত হয়েছে আসল উত্তরদাতা নং ১-এর (উত্তরদাতা নং ১ক হতে ১গ—আইনগত উত্তরসূরি) পক্ষে ২২ নভেম্বর, ১৯৭৯ তারিখের তার অনুকূলে চুক্তিপত্রের নির্দিষ্ট কার্যকরণের উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত মামলা থেকে। ঐ মামলা নিকটতম আদালত ২০ অক্টোবর, ১৯৯৭ তারিখের সাধারণ রায় ও আদেশ দ্বারা খারিজ করে দেয়, যার বিরুদ্ধে উত্তরদাতা নং ১ক থেকে ১গ প্রথম আপিল নং ১৪২৬ অব ১৯৯৭ দায়ের করেছিলেন। পরবর্তী ঘটনাবলীর কারণে ঐ আপিল আর এগিয়ে নেওয়া হয়নি। এ থেকে নিশ্চিত হয় যে, আপিলকারীর (ওই মামলার উত্তরদাতা) বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকূল রায় বা রায়ের কোনো সিদ্ধান্তই ছিল না, যেটি আপিলকারী আপত্তি করতে পারত—নির্ধারিত স্বীকারোক্তি পেশের মাধ্যমে তেমন কোনো মামলা সাজানোই সম্ভব নয়।

প্রথম আপিল চলাকালীন সময়ে আবেদনকারী (প্রথম আপিল নং ১৪২৬/১৯৯৭)-এর পক্ষে একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল কার্যকর করা হয়েছে, তা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৬-এর অধীনে আপিল চালিয়ে নেওয়ার ভিত্তি হতে পারে না। অতএব, উক্ত আপিল সম্পূর্ণভাবেই অযৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য নয়।

১১) আমরা আবেদনকারী সমিতির পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী মোহন পরসরান ও উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী এম.এন. রাও-এর বক্তব্য শুনেছি।

১২) আমরা সর্বপ্রথম উক্তি করবো উত্তরদাতাদের শেষ যুক্তি, যা দেউয়ানি আপিল নং ৬৬২৫ এর ২০০৮-এর গ্রহণযোগ্যতা সংক্রান্ত। আমরা দেখেছি যে, ঐ যুক্তিতে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। উচ্চ আদালত যে আদেশ দিয়েছে, যেখানে প্রথম আপিল কোনো বিচারবৈঠক ছাড়াই নিষ্পত্তি করা হয়েছে, তা কোনোভাবেই উত্তরদাতার পক্ষে চূড়ান্ত রায় বা নিকটতম আদালত ও.এস. নং ৯৯/১৯৮১ খারিজ করার সময় প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিরূপ বলে বিবেচিত হতে পারে না। ফলস্বরূপ, দেউয়ানি আপিল নং ৬৬২৫ অব ২০০৮ অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য; বিশেষ করে, তা বজায় রাখা যায় না।

১৩) পুরাতন আপিল, অর্থাৎ দেউয়ানি আপিল নং ৬৬২০ এর ২০০৮-এর বিষয়ে ফিরে এলে, উচ্চ আদালত নিকটতম আদালতের প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সত্যতার ওপর ভিত্তি করে করা সিদ্ধান্তসমূহ এবং উপসংহারসমূহ আপিলকারী/বাদীর বিপক্ষে বহাল রেখেছে। সেই অর্থে, এই আপিলটি দুটি আদালতের আপিলকারী/বাদীর বিপক্ষে করা একযোগ সত্যতার সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আমরা সচেতন যে, শুধুমাত্র এই কারণে যে দুটি আদালত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, তা নিজে-ই এই আদালতকে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৬-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা দেবে না। শ্রীমতি ইন্দিরা কৌর ও অন্যদের বনাম শেও লাল কাপুর মামলায় এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে—

"৭. ..... ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৬ সরাসরি এমন কোনো বাধা স্থাপন করে না। এমনকি যখন এই আদালত উপলব্ধি করে যে প্রকৃষ্ট অন্যায় ঘটেছে, তখনও নিজেদের হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিঃসাহায় দর্শক হওয়ার জন্য বাধ্য নয়। যখন এই আদালত নিশ্চিত হয় যে মহৎ অন্যায় হয়েছে, তখন শুধুমাত্র 'অধিকার' নয়, 'দায়িত্ব' ও আছে এই আদালতের, সেই ত্রুটি ও অন্যায় সংশোধন করে দেওয়ার এবং যে সিদ্ধান্ত তিনবার বহাল রাখা হয়েছিল তা উল্টে দেওয়ার।"

ত্রিবার "তালাক" উচ্চারণের মাধ্যমে তালাকের ধারণা বা তার চূড়ান্ততা এই আদালতের অনুচ্ছেদ ১৩৬-এর অধীনে ক্ষমতার বিস্তৃতি ব্যাখ্যা করার সময় অন্তর্ভুক্ত করার কোনো সুযোগ নেই। বিষয়টি যে একটি সিদ্ধান্ত কয়বার পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে নথিভুক্তে প্রমাণের প্রেক্ষাপটে ওই সিদ্ধান্ত স্পষ্টতই অযৌক্তিক এবং অন্যায় কি না। এই আদালত শুধুমাত্র সীমিত ক্ষেত্রে এবং শুধুমাত্র যখন অন্যায় ঘটে যাওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তখনই বিষয়সম্পর্কে দখলে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করবে—এতে কোনো সংশয় নেই। তবে যেকোনো বিবেচনায়, গুরুতর অন্যায়ের সম্মুখীন হয়ে কোনো বিচারব্যবস্থা লক অবরুদ্ধ থাকবে এমন কোনো বিধান নেই। "ভারাইটি এম্পোরিয়াম বনাম মহম্মদ ইব্রাহিম নয়না" মামলায় (যার একটি অংশ হিসেবে একজন ন্যায়মূর্ত (ঠাক্কর, বিচারপতি.) যুক্ত ছিলেন) এ মত ব্যক্ত করেন। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের উক্ত প্রাসঙ্গিক অংশ সুবিধানুসারে সাদৃশ্যস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে (এসসিসি পৃষ্ঠা ২৫৫, অনুচ্ছেদ ৬):

"এ বিষয় অগ্রাহ্য করা যায় না যে এই মামলায় তিনটি আদালত একযোগে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিউত্তরদাতা সত্যিই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মামলার সম্পত্তিটি সততাভাবে প্রয়োজন। এমন একযোগতা সন্দেহাতীতভাবে প্রাসঙ্গিক করে তোলে যে এই আদালত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৬-এর অধীনে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পুনঃপূর্বপাঠ করবে কি না। ওই ক্ষমতা সংযমের সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে। তবে, এটির অর্থ এই নয় যে তিনবারই যদি কোনো অন্যায় পুনরাবৃত্তি হয়, তাহলে অন্যায়টা চলতেই থাকবে। যে ভারী প্রমাণ প্রকাশ করে যে দুটি বা ততোধিক আদালত কিংবা ট্রাইব্যুনালের সমবেত সিদ্ধান্ত স্পষ্টতই অন্যায়, সেই বোঝা আপিলকারীর উপরে নেমে আসে। তবে একবার সেই বোঝা পূরণ হলেই, এই আদালতের 'অধিকার' মাত্র নয়, 'দায়িত্ব' ও হয়ে ওঠে সেই অন্যায়কে সংশোধন করার এবং সেই সিদ্ধান্তকে উল্টে দেওয়ার, যদিও তা পূর্বে তিনবার বহাল রাখা হয়েছিল। প্রতিউত্তরদলীয় শ্রী ট্রাকুন্দে যুক্তি দিয়েছেন যে এর ফলে বিভিন্ন আদালতে বিভিন্ন মানদণ্ড প্রয়োগ হয়ে, একই বিচারবিষয়ে ভিন্ন রায় আসতে পারে। বর্তমান আইনপ্রণালীতে এটি অবশ্যম্ভাবী। পরিমাণগত দিক থেকে, সুপ্রিম কোর্টের বিশাল ক্ষমতা আছে, যা উদ্দীপনামূলক বিষয়—যেমন এক্সাইজ থেকে নির্বাচন এবং সংবিধান থেকে অপরাধ পর্যন্ত—র মতো বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত। এই আদালত বেঞ্চে বসে আদেশ করে, আমেরিকান সুপ্রিম কোর্টের মতো সমগ্র আদালত একত্রে বসে শুনানি করে না। আসলে, এমনকি যদি পুরো আদালতই এই বছর দাখিলকৃত আট লাখ মামলার প্রতিটি শুনেন, অন্যায়ের প্রতি প্রতিক্রিয়ায় কিছুটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যায়, এটাই স্বীকৃত। এই কথাটি সংবিধানিক ইতিহাসের সুপরিচিত সত্য, এমন দেশগুলোতেও যেখানে প্রতিটি মামলা শুনতে সমগ্র আদালত বসে, সংখ্যাগরিষ্ঠের গঠন ধ্রুবক থাকে না।"

তবে বিষয়ভেদে এটি পরিবর্তিত হয়, হয়তো মামলাভেদে নয়। অন্যায়ের প্রতি ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া কোনো গূঢ় রহস্য নয়। আসলে, বিচারকরা যখন তাদের সামনে আসা মামলাগুলো পর্যবেক্ষণ করেন, তখন তারা গভীর মনোযোগ ও যত্ন সহকারে সম্পর্ক স্থাপন করেন—এটাই সেই ঝকঝকে আশ্বাস প্রদান করে। আমরা বিশ্বাস করি না যে, বিচারকাণ্ডে লিপ্ত জনসাধারণ ন্যায়বিচারের প্রশাসনের স্বয়ংক্রিয়ায়িত ব্যবস্থা পছন্দ করবে; কেবল এটুকু যে, চ্যান্সেলরের পদক্ষেপ সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৪) উপরোক্ত রায়ে ব্যক্তিকৃত নীতিটি প্রয়োগ করে, আমাদের তদন্ত করতে হবে যে, নিম্ন আদালত দু'টিতে আপিলকারী/বাদীর বিপক্ষে নথিভুক্ত করা সিদ্ধান্তটি নথিভুক্তেড প্রমাণের প্রেক্ষাপটে স্পষ্টতই অযৌক্তিক ও অন্যায় কিনা। আমাদের দৃষ্টিতে, নিম্ন আদালত দু'টিতে আপিলকারী/বাদীর বিপক্ষে নথিভুক্ত করা অনুকূলবিরোধী সিদ্ধান্তগুলো অবিকারেরূপে গ্রহণযোগ্য বাস্তবতায় ভিত্তি করে: যেমন, মামলা সংক্রান্ত চুক্তিগুলিতে সাক্ষী ও লিখনকারীকে পরীক্ষা করার মাধ্যমে প্রকৃত সম্পত্তি-স্বত্বাধিকারীরা চুক্তি কার্যকর করেছেন বলে প্রমাণ করা হয়নি এবং সেই ব্যর্থতার কোনো ব্যাখ্যা বা ন্যায়সংগত কারণও উপস্থাপিত হয়নি। মামলা সংক্রান্ত চুক্তিগুলো নিবন্ধিত নয়। উত্তরদাতারা দাবি করেছে যে তারা কোনো এ ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর করেনি। আপিলকারী/বাদী কোনো হস্তলিখন বিশেষজ্ঞকে পরীক্ষা করার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ-দায়িত্ব পালন করতে বা উত্তরদাতাদের মুখোমুখি হওয়া ছাড়া কোনো চেষ্টা করেনি। আপিলকারী/বাদী কোনো দলিল উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে যা প্রমাণ করে যে, ৩০শে জুন, ১৯৭৭ তারিখের প্রাথমিক অভিযোগিত চুক্তি যার পক্ষে সম্পাদিত হয়েছিল, তাদের নয়জন সদস্য তাদের দখল আপিলকারী/বাদীর পক্ষে হস্তান্তর করেছে। সম্পত্তির সহমালিক (পঞ্চম উত্তরদাতা) ১৬ই অক্টোবর, ১৯৮১ তারিখের মামলা সংক্রান্ত চুক্তিতে কোনো পক্ষ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, এবং সেই চুক্তি কার্যকর করার জন্য তার কর্তৃত্বও উপস্থাপিত হয়নি। যাদের সঙ্গে চুক্তি কার্যকর করা হয়েছিল, অন্য দুই ক্রেতাকেও পরীক্ষা করা হয়নি। মামলা সংক্রান্ত চুক্তি কার্যকরণের সময় কিংবা অন্য কোনো সময় সম্পত্তি মালিকদের কাছে জামানত অর্থ প্রদান সম্পর্কে কোনো প্রমাণপত্র উপস্থাপিত হয়নি। আপিলকারী/বাদী কোনো দলিল দাখিল করেনি যা প্রমাণ করে যে মামলা সংক্রান্ত চুক্তির বিষয়ে উত্তরদাতা নং ৪ চেক নগদায়িত করে তা গ্রহণ করেছেন।

৩০ জুন, ১৯৭৭ তারিখের মামলা সংক্রান্ত চুক্তি (প্রদর্শনী এ১)-এ বা ১৬ অক্টোবর, ১৯৮১ তারিখের মামলা সংক্রান্ত চুক্তি (প্রদর্শনী এ২) কার্যকর করার আগে বা পরে চুক্তিবিক্রেতা বা চুক্তিক্রেতার কোনো অনুমোদন চিহ্ন নেওয়া হয়নি। মামলার চুক্তি কার্যকর হয়েছে—এটি প্রমাণ করার জন্য পিডব্লিউ-১-এর একমাত্র সাক্ষ্য যথেষ্ট ছিল না। পিডব্লিউ-১ এবং উত্তরদাতা নং ১–৪-এর মধ্যে মামলার চুক্তি কার্যকর করার আগে বিক্রয় লেনদেন সম্পর্কে কোনো সমঝোতা বা নিষ্পত্তি ছিল—এটি প্রমাণ করার জন্য কোনো সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়নি। মামলার চুক্তিতে কোথাও উল্লেখ নেই যে, উত্তরদাতা নং ১–৪-এর পাশাপাশি উত্তরদাতা নং ৫-ও সম্পত্তি বিক্রি করতে এবং আপিলকারী/বাদীর পক্ষে বিক্রয় দলিল কার্যকর করতে সম্মত হয়েছেন। মামলার চুক্তিতে উত্তরদাতা নং ৫-এর কোনো স্বাক্ষর নেই এবং তার কোনো উল্লেখও নেই যে তিনি উত্তরদাতা নং ১–৪-এর সাথে মামলার সম্পত্তি বিক্রয়ে যোগ দিতে সম্মত হয়েছেন। মামলার চুক্তি শুধুমাত্র প্রথম উত্তরদাতা দ্বারা কার্যকর করা হয়েছে, সমস্ত সহ–মালিক দ্বারা নয়। নিকটতম আদালত অবশ্যই স্বীকার করেনি যে উত্তরদাতা নং ১ মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন; কিন্তু উচ্চ আদালত প্রাসঙ্গিক প্রমাণ বিশ্লেষণ করে ওই বিষয়ে প্রদত্ত প্রমাণ যথেষ্ট বলে গ্রহণ করেছে।

১৫) নিকটতম আদালত নথিভুক্তে থাকা প্রমাণসমূহের ব্যাপক বিশ্লেষণ করেছে—মামলার চুক্তি কার্যকরকরণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রেক্ষাপটে—এবং আপিলকারী/বাদীর বিপক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, যা এর রায়ের অনুচ্ছেদ ২৭ থেকে ২৯ থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়:

"২৭) প্রদর্শক এ১ কার্যকর হওয়ার প্রমাণের জন্য, উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ এবং তাদের উত্তরসূরিদের যুক্তি প্রমাণ করতে বাদী কোনো সাক্ষী বা লেখককে পরীক্ষা করেনি। সাক্ষী না পরীক্ষার কোনো ব্যাখ্যা বাদির পক্ষ থেকে পাওয়া যায়নি। লেখককে পরীক্ষা করা হয়নি কারণ তিনি আর জীবিত নেই, এবং তার পুত্র পিডব্লিউ-২ আসেন এবং তার বাবার লিখনকে সনাক্ত করেন। তবে লেখকের লিখন এবং স্বাক্ষর ছাড়া পিডব্লিউ-২-এর সাক্ষ্য উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪-এর প্রদর্শনী এ১-এ স্বাক্ষর প্রমাণ করতে বিশেষভাবে সহায়ক নয়। সেজন্য, পিডব্লিউ-২-এর সাক্ষ্য মামলার জমি বিক্রয় এবং উত্তরদাতা নং ১–৪ দ্বারা প্রদর্শনী এ১ কার্যকর করার প্রমাণে খুব বেশি সহায়ক হতে পারেনি। উত্তরদাতা নং ২, ৩ ও ৪, যারা যথাক্রমে ডি.ডব্লিউ-২, ডি.ডব্লিউ-৩ ও ডি.ডব্লিউ-১ হিসেবে পরীক্ষায় অংশ নেন, প্রদর্শনী এ১-এ স্বাক্ষর বা সেটি পালনের বিষয়ে তাদের কোনো স্বীকৃতি দেননি। প্রথম উত্তরদাতা মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছেন বলে দাবি করলেও, নিকটতম আদালত ঐ যুক্তি গ্রহণ করেনি। মামলার চুক্তি কার্যকরকরণের প্রমাণ ছাড়াও, প্রদর্শনী এ১ কার্যকর করার সময় বা অন্যভাবে জমির মালিকদের কাছে জামানত অর্থ প্রদান হয়েছে বলে কোনো প্রমাণপত্র উপস্থাপন করা হয়নি। উত্তরদাতা নং ১–৪ দাবি করেছে তারা এমন কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করেনি। মামলার চুক্তি নিবন্ধিত নয়। আরও যুক্তি ছিল যে, নগর জমি সীমা আইন অনুযায়ী উক্ত চুক্তি কার্যকর করার কোনো আইনগত সুযোগ নেই। সেই কারণেই মামলার চুক্তিগুলি বৈধও নয়।"

বাদীর দাবি, যে উত্তরদাতা নং ১–৪ মামলার বিবরণিকৃত জমি তার পক্ষে বিক্রি করে এবং বিক্রয়মূল্যের একাংশ গ্রহণ করার স্বীকৃতিতে প্রদর্শনী এ১ তার পক্ষে কার্যকর করেন। এ অবস্থায় প্রথম উত্তরদাতাকে পরীক্ষা না করায় প্রদর্শনী এ১ প্রমাণ করতে কোনো বিরূপ অনুমান সৃষ্টি হয় না, কারণ অপর উত্তরদাতা, অর্থাৎ উত্তরদাতা নং ২–৪, স্বাক্ষর এবং প্রদর্শনী এ১ কার্যকরণের বিষয়ে তাদের সম্মুখীন হতে পরীক্ষায় আনা হয়েছে, যেমনটি প্রথম উত্তরদাতাসহ করা হতো। অনুরূপভাবে, প্রথম উত্তরদাতাকে পরীক্ষা না করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদর্শনী এ১ কার্যকর হয়েছে প্রমাণ হয় না, এ জন্য প্রত্যক্ষদর্শী এবং লিখনকারককে পরীক্ষায় আনা আবশ্যক। পিডব্লিউ-১-এর সাক্ষ্য আরও দেখায় যে তিনি ওই প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং তাঁরা উত্তরদাতাদের লোক নন, সুতরাং তাঁদের উদ্দেশ্যে কোনো পক্ষপাত না দেওয়া যায়। বাদী মামলার আরেকটি দুটি ক্রেতাকেও পরীক্ষা করেনি, যাদের সঙ্গে তিনি জমি ক্রয় করে এবং প্রদর্শনী এ১ গ্রহণ করে, যাতে প্রদর্শনী এ১ কার্যকরণ এবং উত্তরদাতা নং ১ ও ৪-এর স্বাক্ষর প্রমাণ করা যায় যে তাঁরা মামলার বিবরণিকৃত জমি বিক্রি করতে সম্মত হয়েছেন এবং তত্ক্ষণাত ৪৫,০০০ টাকা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং, প্রত্যক্ষদর্শী এবং সহক্রেতাদের পরীক্ষা না করায় পিডব্লিউ-১-এর বিক্রয় সম্পর্কিত সাক্ষ্য মামলার বিবরণিকৃত জমি বিক্রয় এবং উত্তরদাতা নং ১–৪ এর পক্ষে ৩০.০৬.১৯৭৭ তারিখে প্রদর্শনী এ১ কার্যকর হয়েছে প্রমাণে মোটেও সহায়ক নয়। অতএব, বাদী উত্তরদাতা নং ১–৪ দ্বারা প্রদর্শনী এ১ অনুযায়ী মামলার বিবরণিকৃত জমি বিক্রয় কার্যকর হয়েছে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২৮) পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের দিকে আসলে, বাদীর দাবি যে উত্তরদাতা নং ১–৪ পূর্ববর্তী বিক্রয় চুক্তি প্রদর্শনী এ১-এর ভিত্তিতে ১৬.১০.১৯৮১ তারিখে প্রদর্শনী এ২ বিক্রয় চুক্তি বাদী সমিতির পক্ষে কার্যকর করেন এবং প্রদর্শনী এ১-এর শর্তাবলীর অনুরূপ শর্তাবলী প্রদর্শনী এ২-তেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পিডব্লিউ-১ সাক্ষ্য দেন যে, প্রদর্শনী এ২ চুক্তি বিজয়ওয়াদা নগরে অবস্থিত নবযুগা হোটেলে প্রস্তুত করা হয়। প্রদর্শনী এ২-এ প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে গুডিবাদা দুর্গা রাও এবং এম. সত্যনারায়ণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানেন না দুর্গা রাও কোথায় বাস করেন, তবে তিনি তাদেপল্লাই অঞ্চল থেকে বিজয়ওয়াদায় আসতেন। সত্যনারায়ণ গাভর্ণরপেটায় আটকরণমাইয়া স্ট্রিটে বসবাস করেন। তিনি নিজেই উভয় প্রত্যক্ষদর্শীকে নবযুগা হোটেলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেই প্রদর্শনী এ২ মুদ্রিত করিয়েছেন, তবে মনে নেই কার কাছ থেকে টাইপ করার বিষয়টা উনার নিকট এসেছে। প্রদর্শনী এ২ মুদ্রনের পূর্বে কোনো খসড়া প্রস্তুত করা হয়নি।

পিডব্লিউ-১-এর সাক্ষ্য ব্যতীত প্রদর্শনী এ২ প্রমাণ করার জন্য আর কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য নেই। বাদী পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষদর্শীদের পরীক্ষা না করার কোনো ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়নি। উপরন্তু, ঐ প্রত্যক্ষদর্শীরা বাদীর লোক এবং বাদী নিজেই তাদের নিয়ে এসে প্রদর্শনী এ২-তে তাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করেছে। প্রদর্শনী এ২, তারিখ ১৬.১০.১৯৮১, কার্যকর হওয়ার তারিখে উত্তরদাতা নং ৬, উত্তরদাতা নং ২ থেকে ৪-এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ও.এস.নং ৯৯/৮১ মুলক মামলা দায়ের করেছিলেন। উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ প্রদর্শনী এ২-তে তাদের স্বাক্ষর এবং বাদী সমিতির পক্ষে তার কার্যকর হওয়া উভয়ই অস্বীকার করেছেন। বাদী সমিতি, প্রদর্শনী এ১-এর অধীনে অন্যান্য ৮ জন ক্রেতার থেকে কোনো পরিত্যাগপত্র সংগ্রহ করেনি, যার ভিত্তিতে পরবর্তী প্রদর্শনী এ২ সমিতির নামে কার্যকর হয়। অনুরূপভাবে, প্রদর্শনী এ১-এর উপর বিক্রেতা বা ক্রেতাদের কোনো প্রমাণ বা অনুমোদন নেই যে এটি পরবর্তীকালে প্রদর্শনী এ২-এর আলোকে বাতিল করা হয়েছে সমিতির পক্ষে। উপরোক্ত পরিস্থিতিতে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কোনো সাক্ষ্য না থাকায়, শুধুমাত্র পিডব্লিউ-১-এর সাক্ষ্য কোনোভাবেই প্রমাণ করতে সহায়ক নয় যে, ১৬.১০.১৯৮১ তারিখে বিজয়ওয়াডার নবযুগা হোটেলে উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ প্রদর্শনী এ২ কার্যকর করেছেন। বাদী একটি আবেদন করেছিলেন মামলাটি পুনরায় খোলার জন্য এবং তাঁকে প্রতিকারমূলক সাক্ষ্য প্রদানের অনুমতি দেওয়ার জন্য, কিন্তু উত্তরদাতারা তাঁকে প্রত্যক্ষদর্শীদের পরীক্ষা করতে দেয়নি—এটি কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাঁর প্রতিকারের অধিকার সংরক্ষণের জন্য কোনো মেমোও দাখিল করেননি। সাক্ষীদের পরীক্ষা চলাকালে প্রত্যক্ষদর্শীদের পরীক্ষা না করে, যখন উত্তরদাতার প্রমাণ উপস্থাপন শেষ হয়ে গেছে এবং যুক্তিতর্কের জন্য মামলা উঠেছে, তখন বাদীর পক্ষ থেকে মামলাটি পুনরায় খুলে সাক্ষীদের বা প্রত্যক্ষদর্শীদের পরীক্ষা করার জন্য আবেদন করাটা উত্তরদাতাদের উপর দোষ চাপানোর কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নয়। সুতরাং, প্রদর্শনী এ১ ও এ২-এর প্রত্যক্ষদর্শীদের পরীক্ষা না করার দায় উত্তরদাতাদের নয়, বরং এটি বাদীর কর্তব্য ছিল যথাসময়ে তাঁদের পরীক্ষা করা। যেহেতু বাদীর দায়িত্ব ছিল প্রদর্শনী এ১ এবং এ২-এর কার্যকর হওয়া প্রমাণ করা, এবং তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ও লিখনকারককে পরীক্ষা করেননি, পরবর্তী পর্যায়ে মামলাটি পুনরায় খোলার মাধ্যমে পরীক্ষা করার অনুমতি না পাওয়ার জন্য উত্তরদাতাদের দোষারোপ করে কোনো উপকার হবে না। এতে কোনোভাবেই একটি দলিল প্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয় না। অতএব, বাদী উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ কর্তৃক প্রদর্শনী এ১ কার্যকর হওয়া এবং পূর্ববর্তী চুক্তি প্রদর্শনী এ১-এর শর্ত অনুসারে উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ কর্তৃক প্রদর্শনী এ২ বাদী সমিতির পক্ষে কার্যকর হওয়া প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২৯) এটি বাদীর বক্তব্য যে, উত্তরদাতা নং ৫, উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪-এর সঙ্গে যৌথভাবে সম্পত্তি বিক্রি করতে সম্মত হয়েছিলেন। যদিও উত্তরদাতা নং ৫ বিক্রয় চুক্তি কার্যকর করতে অংশ নেননি, তবুও তিনি সম্পত্তি বিক্রয়ে সম্মত হয়েছিলেন এবং বিক্রয় দলিলে স্বাক্ষর করতেও সম্মত হয়েছিলেন। পিডব্লিউ-১ সাক্ষ্য দেন যে, প্রদর্শনী এ১-এর প্রায় ১০ বা ১৫ দিন পূর্বে তিনি বিক্রেতাদের সঙ্গে দর-কষাকষি করেন এবং লেনদেন স্থির করেন। কিন্তু বাদী কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করেননি যে, উত্তরদাতা নং ৫ সম্পত্তি বিক্রয়ে সম্মত হয়েছিলেন এবং বিক্রয় দলিল কার্যকর করতেও সম্মত হয়েছিলেন। এবং কোনো সাক্ষীকেও পরীক্ষা করা হয়নি যে পিডব্লিউ-১ ও উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪-এর মধ্যে বিক্রয় লেনদেনের বিষয়ে কোনো দর-কষাকষি ও সমঝোতা হয়েছিল কিনা প্রদর্শনী এ১-এর পূর্বে। উপরন্তু, প্রদর্শনী এ১ এবং এ২-তে এমন কোনো বিবরণ নেই যা প্রমাণ করে যে উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ উত্তরদাতা নং ৫-এর সঙ্গে একযোগে বিক্রয় নিবন্ধন দলিল কার্যকর করতে সম্মত হয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিগুলোও ইঙ্গিত করে যে উত্তরদাতা নং ৫ সম্পত্তি বিক্রয়ে সম্মত হননি এবং তিনি বাদীর পক্ষে বিক্রয় দলিল কার্যকর করতে সম্মত হননি। প্রদর্শনী এ১ এবং এ২-এর মাঝে ৪ বছরের অধিক ব্যবধান রয়েছে। শুধু প্রদর্শনী এ১ নয়, প্রদর্শনী এ২-তেও উত্তরদাতা নং ৫-এর স্বাক্ষর বা তাঁর কোনো উল্লেখ নেই যে তিনি উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪-এর সঙ্গে যৌথভাবে মামলা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করতে সম্মত হয়েছিলেন। বাদী পক্ষ ব্যাখ্যা করতেও ব্যর্থ হয়েছেন যে কেন উত্তরদাতা নং ৫-এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী এ২-তে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি, যাতে বলা যায় তিনি এই চুক্তি ও পূর্ববর্তী প্রদর্শনী এ১ সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং সম্মতি প্রদান করেছিলেন। যদি উত্তরদাতা নং ৫ অবগত হতেন এবং বাদী তাঁর কাছ থেকে কোনো সম্মতি বা অন্তত অবহিতকরণ পেতেন, তাহলে তাঁরা প্রদর্শনী এ২-তে উত্তরদাতা নং ৫-এর স্বাক্ষর গ্রহণ করতেন—যেটি প্রদর্শনী এ১-এর ৪ বছরেরও বেশি পরে কার্যকর হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রদর্শনী এ১ এবং এ২ উত্তরদাতা নং ৫-এর ওপর কোনোভাবেই বাধ্যতামূলক নয়, কারণ তিনি এই চুক্তিতে পক্ষ নন এবং এটি তাঁর সম্মতি বা ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়নি।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৬) ট্রায়াল কোর্টের এই সিদ্ধান্ত হাইকোর্টেও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। ট্রায়াল কোর্ট যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, তা অবশ্যই একটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি, এবং কোনোভাবেই বলা যায় না যে, নিম্ন আদালতের উভয়টি যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাদীর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তা নথিভুক্ত প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টতই অযৌক্তিক ও অন্যায্য।

১৭) উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই অনুসরণীয় যে, বাদী/আপিলকারীকে মামলায় দাবীকৃত প্রতিকার আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না, কারণ তিনি যেসব বিক্রয় চুক্তির নির্দিষ্ট বাস্তবায়নের জন্য প্রতিকার চাইছেন, সেগুলোর কার্যকরভাবে সম্পাদনের কোনো প্রমাণ তিনি উপস্থাপন করতে পারেননি। ফলে অন্য সকল বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। অতএব, আমাদের পক্ষে অন্যান্য বিষয় যেমন—এমন চুক্তির কার্যকারিতা নিয়ে আইনগত প্রতিবন্ধকতা এবং তার প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক নয়। পক্ষগুলির মধ্যে কার্যকর এবং বৈধ কোনো বিদ্যমান চুক্তি না থাকলে, যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট বাস্তবায়নের প্রতিকার প্রদান করা যায়, তাহলে বাদী/আপিলকারীর পক্ষে কোনো ধরনের প্রতিকার লাভ সম্ভব নয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, ১৯৭৭ সালের ৩০শে জুন তারিখের চুক্তিপত্র এবং ১৯৮১ সালের ১৬ই অক্টোবরের চুক্তিপত্র—দুইটিই নিবন্ধিত দলিল নয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৭৭ সালের ৩০শে জুন তারিখে প্রাথমিক চুক্তির পক্ষে থাকা নয়জন ক্রেতার পক্ষ থেকে কোনো পরিত্যাগপত্র সম্পাদিত হয়নি। সে বিষয়ে কোনো প্রমাণও উপস্থাপিত হয়নি। সেক্ষেত্রে, ১৯৮১ সালের ১৬ই অক্টোবরের চুক্তির নিজস্ব ভিত্তিতে টিকে থাকা অথবা ব্যর্থ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু উক্ত দ্বিতীয় চুক্তির কার্যকরতার পূর্বেই, ১৯৭৯ সালের ২২শে নভেম্বর তারিখে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে মামলা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি উত্তরদাতা নং ৬-এর (মূল উত্তরদাতা নং ৬) অনুকূলে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। পক্ষগুলির মধ্যে উচ্চ আদালতে চলমান মামলার সময়, মামলা-সম্পর্কিত সম্পত্তির পক্ষে সম্পত্তির মালিকদের দ্বারা উত্তরদাতা নং ৬-এর নামে একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে, মূল উত্তরদাতা নং ৬-এর উত্তরসূরি ও আইনগত প্রতিনিধি দাবি করেন যে, তাঁরা মামলার সম্পত্তির মালিক এবং বর্তমানে দখলকার।

১৮) দখলের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে, ট্রায়াল কোর্ট রায় দেয় যে, বাদী তার পক্ষে দখল প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ইস্যু নং ৫-এর নিষ্পত্তি করতে গিয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেনঃ

"৩৩) ইস্যু নং ৫- এটি বাদীর বক্তব্য যে, উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪, ১৯৭৭ সালের ৩০শে জুন তারিখে প্রদর্শনী এ১-এর অধীনে বিক্রয় সম্পন্ন করার তারিখে মামলার সূচিপত্রভুক্ত সম্পত্তির দখল ক্রেতাদের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন এবং পরে, ১৯৮১ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রদর্শনী এ২ কার্যকর করার সময় সম্পত্তির দখল বাদী সমিতির কাছে হস্তান্তর করেন এবং সেই থেকে সমিতি সম্পত্তির দখলে এবং ভোগদখলে আছে। উত্তরদাতারা এই দখল হস্তান্তরের বিষয় অস্বীকার করেছেন এবং বলেন, বাদীপক্ষ মামলার দায়েরের তারিখ পর্যন্ত সম্পত্তির ওপ অধিকার রাখেনি। পিডব্লিউ-১ সাক্ষ্য দেন যে, গ্রাম পঞ্চায়েত অনুমোদিত পরিকল্পনাটি প্রদর্শনী এ৭।"

জমিগুলির জন্য জরিপ পাথর রঙ করে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং পরিকল্পনাঅনুযায়ী রাস্তার জন্য পাইপ বসানো হয়েছিল এবং রাস্তা নির্মাণ করা হয়। পিডব্লিউ.১ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি অস্বীকার করেন যে ৬নং উত্তরদাতা প্রদর্শনী এ১-এর অধীনে ও.এস. নং ৯৯/৮১ মামলায় মামলার সূচিপত্রভুক্ত সম্পত্তির দখল নিয়েছিলেন এবং তিনিই তা দখলে রেখেছেন। পিডব্লিউ.১ আরও বলেন, মামলার ভূমি কৃষি জমি এবং তিনি শহর ছাদ সীমা কর্তৃপক্ষের অফিসে অ্যাকাউন্ট নম্বর ২-এর একটি অনুলিপি দেখেছেন, যেখানে অন্যান্য উত্তরদাতাদের নাম ভোগকারীদের হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রামের কারনাম (নথিভুক্ত সংরক্ষক) তাকে জানিয়েছেন যে মামলার সূচিপত্রভুক্ত সম্পত্তি একমাত্র প্রথম উত্তরদাতার নামে রয়েছে। পিডব্লিউ.১ স্বীকার করেছেন যে ৩০.০৬.১৯৭৭ থেকে ১৬.১০.১৯৮১ সাল পর্যন্ত তিনি মামলার ভূমির জন্য কোনো কর (সিস্ট) প্রদান করেননি। পরবর্তীতে তিনি কর প্রদান করেন, কিন্তু ততক্ষণে অন্য মামলা ও.এস. নং ৯৯/৮১-ও দায়ের করা হয়েছিল। তিনি অস্বীকার করেন যে, তারা দখলে ছিলেন না অথবা তারা শুধুমাত্র অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ পাওয়ার পর মামলার সম্পত্তির দখলে আসেন। উত্তরদাতারা মামলা দায়েরের আগেই প্রেরিত জবাব বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাদীর পক্ষে বিক্রয় চুক্তি এবং দখল হস্তান্তরের বিষয় অস্বীকার করেন। বাদী কোনো দলিল যেমন—রাজস্ব নথি বা কর প্রদানের রশিদ দাখিল করেননি, যা দ্বারা বোঝানো যায় যে তিনি প্রদর্শনী এ১ অর্থাৎ ৩০.০৬.১৯৭৭ তারিখ থেকে মামলার সূচিপত্রভুক্ত সম্পত্তির দখলে ছিলেন ১৯৮২ সালে মামলাটি দায়ের করা পর্যন্ত। বাদীর বক্তব্য হলো যে, তিনি অন্যান্য ৮ জনের সঙ্গে একত্রে প্রদর্শনী এ১-এর অধীনে সম্পত্তি ক্রয় করেন এবং পরবর্তীতে সবাই মিলে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন এবং উত্তরদাতা ১ থেকে ৫-এর কাছ থেকে ১৬.১০.১৯৮১ তারিখে প্রদর্শনী এ২-এর অধীনে আরেকটি পরবর্তী চুক্তি গ্রহণ করেন। কিন্তু বাদী তাঁর কোন সহ-ক্রেতাকে জেরা করেননি, যাতে প্রমাণ করা যায় যে উত্তরদাতারা তাঁদের কাছে সূচিপত্রভুক্ত সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করেছিলেন। পিডব্লিউ.১-এর বিক্রয় সম্পর্কিত সাক্ষ্য ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণ নেই যা থেকে বলা যায় যে উত্তরদাতারা ৩০.০৬.১৯৭৭ তারিখে প্রদর্শনী এ১-এর অধীনে তাঁদের দখল হস্তান্তর করেছিলেন। যদি এমন দখল হস্তান্তর ৩০.০৬.১৯৭৭ তারিখে ঘটে থাকে এবং তারা সেই তারিখ থেকে ১৯৮২ সালে মামলার দায়ের পর্যন্ত নিরবিচারে দখলে থেকে ভোগ করে থাকেন, তবে তারা অবশ্যই রাজস্ব বিভাগে কর পরিশোধ করতেন এবং তার রশিদ সংগ্রহ করতেন, এবং পিডব্লিউ.১-এর অন্য সহ-ক্রেতাদের জেরা করতেন।

যেহেতু এই ধরনের কোনো প্রমাণ নেই, তাই বাদীর এই বক্তব্য যে উত্তরদাতা ১ থেকে ৪ নম্বর ব্যক্তিগণ ৩০.০৬.১৯৭৭ তারিখে বাদী এবং অন্যান্য ৮ জন ক্রেতার কাছে মামলার সূচিপত্রভুক্ত সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করেন এবং পরবর্তীকালে ১৬.১০.১৯৮১ তারিখে প্রদর্শনী এ২ অনুসারে তা বাদী সমিতির কাছে হস্তান্তর করেন এবং তারা তখন থেকে সেই সম্পত্তির দখল ও ভোগদখল বজায় রেখেছেন—এই বক্তব্য মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছ থেকে প্রদর্শনী এ৭ অনুসারে পরিকল্পনা অনুমোদন গ্রহণ এবং প্রদর্শনী এ১৭ থেকে এ২১-এর অধীনে বাদীর দ্বারা মামলার সূচিপত্রভুক্ত ভূমি অধিগ্রহণ নিয়ে করা রিট আবেদন এবং তার কার্যক্রম—এসব কিছুই বাদীর পক্ষে মামলার সূচিপত্রভুক্ত সম্পত্তির দখল ও ভোগদখল প্রমাণে সহায়ক নয়। অনুরূপভাবে, ডি.ডব্লিউ.১ থেকে ডি.ডব্লিউ.৭-এর সাক্ষ্যও বাদীর দখল ও ভোগদখল এবং ৩০.০৬.১৯৭৭ তারিখে প্রদর্শনী এ১ অনুসারে উত্তরদাতা ১ থেকে ৪ দ্বারা দখল হস্তান্তর প্রমাণে সহায়ক নয়। অতএব, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত বাদীর বিরুদ্ধে গৃহীত হয়।

১৯) ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক গৃহীত এই সিদ্ধান্ত উচ্চ আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং তা উচ্চ আদালত কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। আমরা এই সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না, কারণ তা মামলার প্রমাণাদির প্রেক্ষিতে সুস্পষ্টভাবে অযৌক্তিক বা অন্যায্য নয়।

২০) উপরোক্ত বিবেচনায়, আমরা কোনোরূপ দ্বিধা না করেই নিম্ন আদালত ও উচ্চ আদালত কর্তৃক গৃহীত এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করি যে, আপিলকারী/বাদী কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা খরচসহ খারিজ হওয়া উচিত। আমাদের সামনে শুনানিকালে, আপিলকারীর পক্ষে জোরালোভাবে অনুরোধ করা হয় যে, যদি এই আদালত নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের প্রার্থনা মঞ্জুর করতে অনিচ্ছুক হয়, তবে এই আদালত উত্তরদাতাদের নির্দেশ দিতে পারে যে, তারা মামলার চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত আগাম অর্থ ফেরত প্রদান করুক। সাধারণত, এই ধরনের প্রার্থনা বিবেচনা করা যেতে পারে, কিন্তু বর্তমান মামলার বিশেষ পরিস্থিতিতে তা গ্রহণযোগ্য নয়, শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে ট্রায়াল কোর্টে দাখিলকৃত মূল মামলার বাদী/আপিলকারী তাঁর অভিযোগে এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে কোনো প্রার্থনা জানাননি, বরং এই কারণে যে, এই প্রার্থনা গ্রহণ করলে তা ট্রায়াল কোর্টের এবং উচ্চ আদালতের (এবং আমাদের) দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়বে, যেখানে বলা হয়েছে যে, আপিলকারী/বাদী মামলার সম্পত্তির মালিকদের নিকট আগাম অর্থ প্রদানের বিষয়টি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, মামলার চুক্তিগুলির রচনার ঘটনাটি নিজেই সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। উপরোক্ত পরিস্থিতির আলোকে, এই মামলার প্রকৃত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপিলকারী/বাদীকে কোনো ধরনের প্রতিকার প্রদান করা সম্ভব নয়।

২১) অতএব, আমরা যথাক্রমে উভয় আপিল খরচসহ খারিজ করছি।

নিধি জৈন **আপিল খারিজ**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal